দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 JUL 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৮

বয়সের কারণে বাদ পড়ছেন অনেকে

ছাত্রলীগের সম্মেলন

■ মেহেদী হাসান

দেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ২৮তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন আগামী ২৫ ও ২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্র সমাজের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। শিক্ষা-শান্তি-প্রগতির ধারক ও বাহক ছাত্রলীগের সম্মেলন সফল করতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি এইচ.এম. বদিউজ্জামান সোহাগের তত্ত্বাবধানে সকল প্রকার প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে ১৩টি উপ-কমিটি। গঠিত এসব উপকমিটির আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়কবৃন্দকে ছাত্রলীগের অন্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে স্ব স্ব উপ-কমিটি পূর্ণাঙ্গ করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে আগামীকাল সোমবারের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে।

জানা গেছে, বয়সের কারণে বর্তমান কমিটিতে থাকা অনেকেই আগামী ২৫-২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া কাউন্সিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। ২৯ বছরই ছাত্রলীগের নেতা হওয়ার বয়সসীমা। তবে বয়সসীমা নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও সময়মতো সম্মেলন না হওয়ায় বর্তমান কমিটির নেতা শামসুল কবির রাহাত, জয়দেব নন্দী, মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক, হাসানুজ্জামান তারেক, শারমিন সুলতানা লিলি প্রমুখ এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছেন না। ছাত্ররা যাতে ছাত্রলীগকে নেতৃত্ব দিতে পারে সে বিবেচনা থেকে ২০০৬ সালে ছাত্রলীগের তখনকার সাংগঠনিক নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বের জন্য ২৯ বছর বয়সসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। উদ্যোগটি তখন সব মহলে প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু নিয়মিত সংগঠনের কাউন্সিল বা সম্মেলন না হওয়ায় শেখ হাসিনার এ শুভ উদ্যোগ ছাত্রলীগের অনেক নেতার জন্য হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ দুই বছর নির্ধারণ করা থাকলেও চার বছরের আগে কাউন্সিল বা নতুন কমিটি হচ্ছে না। ২০১১ সালের ১০ জুলাই সর্বশেষ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বয়সের ফেরে বাদ পড়েন খায়রুল হাসান জুয়েল, আশরাফুর রহমান, সোহেল রানা টিপু, সাজ্জাদ সাকিব বাদশাসহ আরো অনেকে। এর আগে ২০০৬ সালের ৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বয়সসীমার কারণে ছাত্রলীগের জনপ্রিয় নেতা মারুফা আক্তার পপি, সাইফুজ্জামান শিখর, রফিক কোতোয়ালসহ বেশ কয়েকজন নেতৃত্ববঞ্চিত হন।

এদিকে ছাত্রলীগের সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জয়দেব নন্দীকে আহ্বায়ক করে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটিতে যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বয়সের কারণে

২০ পৃষ্ঠার পর

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান তারেক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল ইসলাম।

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের পদপ্রত্যাশী যারা

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আসতে পদ প্রত্যাশীদের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ প্রত্যাশীদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্রলীগ বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবেশ সম্পাদক সাইফুর রহমান সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন আনু, আপেল মাহমুদ সবুজ, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক কাজী এনায়েত, ক্রীড়া সম্পাদক আবিদ আল হাসান, সহ-সম্পাদক আসাদুজ্জামান নাদিম, জাকির হোসেন, আইন সম্পাদক ময়েজ উদ্দিন শরীফ রুয়েল, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক অরূপ সরকার, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক রাইসুল ইসলাম জুয়েল, উপ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক গোলাম রাব্বানী, উপ-নাট্য সম্পাদক কাঞ্চন, উপ-সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শেখ আসমান, উপ-আইন বিষয়ক সম্পাদক বিপ্লব হাসান পলাশ, উপ-প্রচার সম্পাদক আরিফুজ্জামান লিমন, উপ-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পাদক এস এম আব্দুর রহিম তুহিন এবং এনামুল হক প্রিন্সসহ অনেকে।

ছাত্রলীগের সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ জানান, সম্মেলন সম্পন্ন করতে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করে দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়া হয়েছে।